بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২-০৮/০৪ | বুধবার, ২৫ শা'বান, ১৪৪২ হিজরী | ০৭/০৪/২০২১ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بسم الله الرحمن الرحيم

হাসিনা সরকার গোলা-বারুদ ও জীবিকা ধ্বংসের মাধ্যমে জনগণকে দমন করছে; কোথায় সেই ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ যারা দুর্বৃত্ত হাসিনা সরকারের কবল থেকে জনগণকে রক্ষা করবেন?

যখন দেশের জনগণ ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে উঠে হাসিনা সরকারের সীমাহীন যুলুম, এবং ইসলাম ও দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভের মাধ্যমে নিজেদের দায়িত্ব পালন ও ঈমানের পরিচয় দিচ্ছে, তখন হাসিনা নিজেকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ যালিম বাঙ্গালী শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে জনগণের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন যুলুম-নির্যাতনে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি এই সরকার কসাই নরেন্দ্র মোদীর আগমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদরত তৌহিদী জনতার উপর বিনা উস্কানীতে নির্বিচারে গুলিবর্ষণের মাধ্যমে বহু মুসলিমদের রক্তে তার হাতকে রঞ্জিত করেছে। অতঃপর জনগণের প্রতিবাদকে দমনে আকস্মিক লকডাউন পথ অবলম্বন করেছে এবং জনগণের জীবিকাকে মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে ফেলেছে। জনগণ যখন জায়গায় জায়গায় তাদের জীবিকা অর্জনের পথকে খুলে দেয়ার জন্য দাবী জানাচ্ছে এখানেও আমরা হাসিনা সরকারের নির্দয়রূপ প্রত্যক্ষ করছি। গত সোমবার (৫ এপ্রিল, ২০২১) ফরিদপুর জেলার সালথা'য় জীবিকা ধ্বংসকারী লকডাউনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদরত জনগণের উপর নিরাপত্তা বাহিনী গুলিবর্ষণ করে অজানা সংখ্যক মানুষকে হতাহত করেছে। জীবিকার পথকে খুলে দেয়ার দাবীতে ঢাকার নিউমার্কেটে বিক্ষোভ করায় দুই মামলায় ৩৫০০ জন ব্যবসায়ীকে আসামী করেছে, এবং ঢাকা ও বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদরত জনতাকে পুলিশ ও আওয়ামী হেলমেট বাহিনী দিয়ে নির্দয়ভাবে দমন করছে। যালিম হাসিনা সরকার জনগণের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে কখনও "থানা ও সরকারের স্থাপনাসমূহ আক্রমণ"-এর তথাকথিত নাটক তৈরি করে কিংবা "পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলিবর্ষণ করেছে", এজাতীয় প্রতারণাপূর্ণ বর্ণনা দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করছে, যা জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছে।

জনগণ একটি বিষয়ে একমত যে, হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তুষ্টি এবং বিক্ষোভের পরেও সে ক্ষমতায় টিকে আছে, কারণ সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিকগোষ্ঠী এবং নিরাপত্তা বাহিনীতে তার অনুগত কিছু দুর্বৃত্ত তাকে সমর্থন করছে, যা হাসিনা প্রায়শঃই খুব খোলামেলাভাবে বলে। কিন্তু যে বিষয়টি জনগণকে অবাক করে এবং যার উত্তর তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে, নিরাপত্তা বাহিনীতে থাকা মুসলিম উম্মাহ্'র সন্তানেরা কীভাবে তাদের নিজেদের লোককে গুলি করে? তারা উত্তর খুঁজছে, নিরাপত্তা বাহিনীতে এমন কোনও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা কি নেই, যিনি হাসিনার অন্যায় আদেশকে প্রত্যাখান করবে? জনগণ আরও উত্তর খুঁজছে, জনগণ ও ইসলামের বিরুদ্ধে হাসিনা সরকারের নজিরবিহীন অপরাধ প্রত্যক্ষ করার পরেও কীভাবে সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান কর্মকর্তাগণ নীরব থাকছেন? কিসের মোহ তাদেরকে ইসলাম ও জনগণের পক্ষে অবস্থান নেয়া এবং হাসিনার যুলুমের হাতকে পাকড়াও করার পথে বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে? তুচ্ছ দুনিয়াবী মোহ কি তাদেরকে বিবেকহীন করে তুলেছে যে, তারা জনগণকে রক্ষার শপথকে ভুলে গেছেন? তারা কি আল্লাহ্'র ক্রোধকে ভুলে গেছেন যে, তারা হাসিনার মতো অত্যাচারীর হাতকে পাকড়াও না করলে, আখিরাতে তাদেরকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পাকড়াও করবেন, কারণ একমাত্র তাদের কাছে রয়েছে হাসিনাকে পাকড়াও করার স্বক্ষমতা? আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

*** وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ***

"আর এ দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিশ্চয় আখিরাতের নিবাসই হলো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত"। [সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৬৪]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ